যুগান্তর

14 JAN 2017 ... 20

দুর্নীতির দুর্গ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

মুসতাক আহমদ

অনিয়ম-দুর্নীতি, লুটপাট ও স্বেচ্ছাচারিতায় অনেকটাই অকার্যকর হয়ে পড়েছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সংস্থাটির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যোগদানের ৬ বছর আগের বিল ও সম্মানী ভুয়া ভাউচারে নেয়ার প্রমাণ মিলেছে। একটি সংঘবদ্ধ চক্র ভুয়া শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন ও পাস করাচ্ছে। এছাড়া নিয়োগ-পদোন্নতিতে অনিয়ম, ঘুষ ছাড়া সেবা না দেয়া, সরকারি অর্থের যথেচ্ছা ব্যবহারসহ নানা ধরনের অপকর্ম ঘটছে প্রতিষ্ঠানটিতে। এসব ঘটনায় তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে দুটির রিপোর্ট দাখিল হয়েছে। তাতে চেয়ারম্যানের সম্মানীর নামে অর্থ লোপাট ও জালিয়াতি করে শিক্ষার্থী পাস করানোর ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। তবে এসব অপরাধের জন্য এখন পর্যন্ত কাউকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি। আর রহস্যজনক কারণে জালিয়াতি করে সম্মানী নেয়া চেয়ারম্যানকে শুধু 'সতর্ক' করার মধ্যেই শাস্তি সীমিত রাখা হয়েছে।

- পরীক্ষা না দেয়া শিক্ষার্থী পাস
- কাজ না করে ৬ বছরের সম্মানী নেন চেয়ারম্যান
- অসাধু কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে একাধিক সিন্ডিকেট
- দুটি আলাদা তদন্তে দুর্নীতি প্রমাণিত

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, 'কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ব্যাপারে আমরা তদন্ত রিপোর্ট পেয়েছি। আরও একটি তদন্ত কমিটির কাজ চলছে। রিপোর্ট ও আইনসহ সবকিছু পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। [illegible] শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সরকার কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা বেপরোয়া হয়ে গেছেন। শীর্ষস্থানীয় অসাধু কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী একাধিক সিন্ডিকেট। এ সিন্ডিকেট বোর্ডটিকে অনিয়ম ও দুর্নীতির দুর্গে পরিণত করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি) অশোক কুমার বিশ্বাস যুগান্তরকে বলেন, বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে অভিযোগ পাই। তার পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এরই মধ্যে চেয়ারম্যানের অবৈধভাবে সম্মানী নেয়া সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন আমরা পেয়েছি। তারই ভিত্তিতে চেয়ারম্যানকে সতর্ক করা হয়েছে। অপর কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা চলছে।

ফল জালিয়াতি করে শিক্ষার্থী পাস করানোর ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য উপসচিব সুবোধ চন্দ্র ঢালী বলেন, তদন্তকালে আমাদের মনে হয়েছে, বোর্ডটিতে অনেক অনিয়ম হয়েছে। কোনো নিয়ম-কানুন নেই। চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছে। এসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে সুপারিশ করা হয়েছে।

জালিয়াতির মাধ্যমে পাস : মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত ও একজন উপসচিব যুগান্তরকে জানান, এ বোর্ডের নিয়ম হচ্ছে, এসএসসি ভোকেশনাল পাস করতে হলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। অন্য বোর্ডে নবম শ্রেণীতে স্কুল পরীক্ষা নেয়। কিন্তু এ বোর্ডে কেন্দ্রীয়ভাবে বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। একইভাবে দশম শ্রেণী বা এসএসসি চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও অংশ নিতে হবে। কিন্তু এ বোর্ডের শুধু একটি ঘটনায়ই প্রমাণিত হয়েছে, নবম শ্রেণীতে ভর্তি দূরের কথা, নিজ নামে রেজিস্ট্রেশন করেনি, কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। এমনকি ফরম ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

দুর্নীতির দুর্গ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফিলাপও করেনি। অথচ শিক্ষার্থী পাস করেছে। মন্ত্রণালয়ের তদন্তে জালিয়াতি ও দুর্নীতির আদ্যোপান্ত বেরিয়ে এসেছে। এতে দেখা যায়, পাবনার বেড়া উপজেলার বেড়া ফাজিল মহিলা (ডিগ্রি) মাদ্রাসা থেকে ২০১৬ সালের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ৬ শিক্ষার্থী পাস করেছে। এসব শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নবম শ্রেণীতে করানো হয়নি। শুধু এ প্রতিষ্ঠানেরই নয়, তদন্ত কমিটি গত বছরের পরীক্ষায় সর্বমোট এমন ১৫ জন ভুয়া শিক্ষার্থীর সন্ধান পেয়েছে। ওইসব শিক্ষার্থী পরীক্ষা না দিয়েই পাস করেছে। জানা গেছে, এমন জালিয়াতি করছে কারিগরি বোর্ডের কম্পিউটার সেলের একটি চক্র। তারা নবম শ্রেণীতেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে কিছু ভুয়া রেজিস্ট্রেশন খুলে রাখে। পরে ভুয়া ছাত্র পেলে ওইসব রেজিস্ট্রেশন নম্বরের বিপরীতে ছাত্র 'রিপ্লেস' করে। তদন্ত কমিটি এ জালিয়াতিকে 'রিপ্লেস জালিয়াতি' বলে চিহ্নিত করেছে। বেড়ার ওই মাদ্রাসা থেকে ২০১৬ সালের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় এভাবে পাস করা ৬ জনের রোল হল— ৬৬২৮৪৭, ৭৫৮৭৫৮, ৬৬২৮৯০, ৭৫৮৭৫৭, ৭৫৮৭৬২ ও ৭৫৮৮০৭। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব জানান, অপরাধীরা অপরাধ করতে করতে এমনই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, উল্লিখিত পরীক্ষার্থীরা প্রত্যেকে ছাত্র হলেও তাদের মহিলা মাদ্রাসার নামে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যে কারণে বিষয়টি সহজেই নজরে পড়েছে।

এ ঘটনাটির তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন অতিরিক্ত সচিব জাকির হোসেন ভূঁইয়া। সঙ্গে ছিলেন উপসচিব সুবোধ চন্দ্র ঢালী। তারা ২৯ ডিসেম্বর কমিটির রিপোর্ট দাখিল করেন। এ দুই কর্মকর্তা আলাদাভাবে যুগান্তরকে জানান, তদন্তে জালিয়াতি করে শিক্ষার্থী পাস করানোর ঘটনা ধরা পড়েছে। রিপোর্টে বোর্ডের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা, রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি, কম্পিউটার সেলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলাদা প্রায় ২০টি সুপারিশ করা হয়েছে। এ ঘটনায় চেয়ারম্যান ও সচিবের প্রধান দায়— দায়িত্বে অবহেলা। এ ঘটনায় প্রধান দায়ী কম্পিউটার সেলের কর্মকর্তারা। চেয়ারম্যানের যে কাজ তারা তা নিজেরাই অনুমোদন ছাড়া করত। এমনকি গোপনীয় পাসওয়ার্ড পর্যন্ত চেয়ারম্যানকে দেয়া হতো না। এ কর্মকর্তারা মনে করেন, ২০০৫ সালের পর থেকে ১১ বছরের সব পরীক্ষা নিয়ে এভাবে তদন্ত হওয়া দরকার। তাহলে এ ধরনের আরও শত শত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

সম্মানী লোপাট : ২০১৫ সালের ১০ মার্চ বোর্ডে চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দেন ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান। যোগ দিয়েই তিনি ভাউচার দিয়ে সম্মানী হিসেবে ২৫ লাখ ১৪ হাজার ৪০০ টাকা তুলে নেন বলে অভিযোগ ওঠে। পরে এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরীর নেতৃত্বে তদন্ত পরিচালিত হয়। এতে যোগদানের আগের সময়ে দায়িত্ব পালন বাবদ সম্মানী নেয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। পরে গত ২৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সুবোধ চন্দ্র ঢালী স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে চেয়ারম্যানকে সতর্ক করা হয়। এতে বলা হয়, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান বোর্ড প্রশাসন পরিচালনায় বিচক্ষণতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অনিয়মিত পন্থায় প্রাপ্যতাবিহীন অর্থ গ্রহণ করে অনৈতিক কাজ করেছেন, তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় তাকে এ ধরনের কার্যকলাপের জন্য সতর্ক করা হল। ভবিষ্যতে তাকে এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হল। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বোর্ড চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

আরও দুর্নীতি : বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী জানিয়েছেন, এ বোর্ডে এছাড়াও নিয়োগ, পদোন্নতি, পুরনো কাগজ বিক্রি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও অনুমোদনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ আছে। ২০১২ সালের ৫ এপ্রিল বিভিন্ন পদে ১১ জনকে এ বোর্ডে নিয়োগ দেয়া হয়। এ নিয়োগ নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ উঠে। কিন্তু তখন তা তদন্ত করা হয়নি। এর আগে ৩৩ জনকে বিভিন্ন পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। তারা সবাই ৫ হাজার ৫২০ টাকা সাকুল্য বেতনে কর্মরত ছিলেন। সংবাদপত্রে কোনো ধরনের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই ২০১০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারিতে এ ৩৩ জনের মধ্য থেকে শুধু মো. ফারুক নামের একজন ডেসপাস রাইটারকে সরাসরি রাজস্ব খাতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আবার ২০১০ সালে ফারুককে নিয়োগ দিলেও তা কার্যকর করা হয় ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। এভাবে বিভিন্ন নিয়োগে তুঘলকিকাণ্ড ঘটেছে। এ ধরনের আরেক ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে পদোন্নতির ক্ষেত্রে। ডকুমেন্টেশন অফিসার এসএম শাহজাহান ৮ হাজার টাকা স্কেলে চাকরি করতেন। ২০১০ সালের ১৩ জানুয়ারি এক আদেশে সরকারি বেতন স্কেলের কয়েকটি ধাপ ডিঙিয়ে তাকে উপপরিদর্শক হিসেবে ২২ হাজার ১৫০ টাকার স্কেলে পদোন্নতি দেয়া হয়। একইভাবে এসএসসি পাস নিরাপত্তা কর্মকর্তা সৈয়দ এয়াকুব আলীকে ওই একই আদেশে ১১ হাজার টাকার স্কেলে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

এদিকে বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কাজে টাকা নেয়ার অভিযোগ আছে। এমনই একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে বোর্ডের অভ্যন্তরীণ তদন্ত হয় 'স' আদ্যাক্ষরের একজন উপসচিবের (প্রশাসন) বিরুদ্ধে। তাতে আড়াই লাখ টাকা ঘুষ নেয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। পরে এ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ তদন্ত শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

এসব বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর যুগান্তরকে বলেন, কারিগরি বোর্ডের কোনো দুর্নীতি ও অনিয়ম বরদাশত করা হবে না। ফল জালিয়াতি সংক্রান্ত একটি তদন্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ চলছে। কাজ শেষে আপনারা ফল জানতে পারবেন।